দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 JUL 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ছাত্র রাজনীতির দায়দায়িত্ব

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা এবং সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ছাত্র রাজনীতির সুস্থ ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানিয়েছেন। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি চেয়ারপারসনের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি এ আহবান জানান। তাঁর বক্তব্যের সার কথা হচ্ছে, শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে এনে আগামী দিনের জাতীয় নেতৃত্বের মান নিশ্চিত করতে হবে। আমরা মনে করি, এ উক্তিতে গোটা জাতির প্রত্যাশাই প্রকাশ পেয়েছে। ছাত্র নেতৃত্ব এবং শিক্ষার্থী সমাজ এ আহবানে যথাযথ সাড়া দিলে কার্যত জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের পথই প্রশস্ত হবে।

এ জাতি বিপুল ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে এ স্বাধীনতাকে অর্থবহ রাখার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে স্বৈরাচার দমন করেছে। এ সংগ্রামের সকল পর্যায়েই এ দেশের ছাত্রসমাজ গৌরবজনক অবদান রেখেছে। আজকের পরিবর্তিত পরিবেশে গণতন্ত্রায়ন ও সুখী জীবনের ভিত দৃঢ়করণের প্রক্রিয়াতেও তাদের অবশ্যই ভূমিকা থাকবে। ছাত্র রাজনীতির একটা সুস্থ ধারার প্রবর্তনই এই কাম্য ভূমিকা নিশ্চিত করতে পারে। আর এ জন্যে সবার আগে চাই অস্ত্র আর সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা। শিক্ষা থাকলেই শিক্ষার্থীর প্রশ্ন আসে। ছাত্র রাজনীতির জন্যেও তাই শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা আবশ্যক।

বিভিন্ন কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচনে ছাত্রদলের বিজয়ের ধারা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ বিজয়ের মর্যাদা ধরে রাখতে হবে। এই 'বিজয়ের মর্যাদা' প্রসঙ্গটিকে আমরা গভীর তাৎপর্যবহ মনে করি। প্রথমই বলতে হয়, জয়ী হওয়ার চেয়ে জয় ধরে রাখা অনেক কঠিন কাজ। এই আপাত কঠিনকে আয়ত্তে আনার একমাত্র পথই হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মর্যাদা সমুন্নত রাখা। ছাত্রদলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার মূলে আছে এর প্রতি সাধারণ ছাত্রসমাজের আস্থা। সে আস্থা এই মর্যাদাবোধ থেকে উদগত যে, এ সংগঠন তাদের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম। আর সে প্রত্যাশার সার কথা হচ্ছে, একটি সুন্দর এবং নিরাপদ পরিবেশে শিক্ষাজীবনের দায়িত্ব পালন। এই দায়িত্বের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে জাতীয় প্রত্যাশা আর ছাত্র রাজনীতির মূল অঙ্গীকার।

স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের সংগ্রাম, যে সংগ্রামে বলিষ্ঠ অবদান রেখে আমাদের তরুণসমাজ গৌরবান্বিত, কোনো লক্ষ্যহীন অভিযাত্রা বা স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাপারও ছিল না। স্বাধীনতা আর গণতন্ত্র একটি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রতিশ্রুতিবহ বলেই কাম্য। এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে পারে তখনই, যখন আমাদের তরুণেরা সুশিক্ষায় বলীয়ান হয়ে জাতিগঠনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে। শিক্ষাঙ্গনে বিশৃঙ্খলা আর সন্ত্রাস জাঁকিয়ে থাকলে এ চাহিদা কোনোকালেই পূরণ হওয়ার নয়। গণতন্ত্র আর সুখী জীবনের সাধনা কোনোকালেই শত্রুমুক্ত থাকে না। তাদের কারসাজিতেই শিক্ষাঙ্গনে আজো অস্ত্রের ঝনঝনা-অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলা। সচেতন ছাত্রসমাজ দৃঢ় সংকল্প হয়ে এগিয়ে এলে এসব চক্রান্ত আর কারসাজি কোনো অবস্থায়ই টিকতে পারবে না। পুরোগামী ছাত্র সংগঠন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলই দিতে পারে কাম্য নেতৃত্ব।

প্রধানমন্ত্রী আরো একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি ছাত্র নেতৃত্বের নজর আকৃষ্ট করেছেন। তা হচ্ছে, আমাদের শিক্ষার্থীদের বিদেশ গমনপ্রবণতা। দেশের শিক্ষাঙ্গনের অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তার ফলে তরুণদের মাঝে বিদেশ গমনের প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠেছে। যার ফলে আমাদের শিক্ষার আয়োজনই কেবল মর্যাদা হারাচ্ছে না, জাতি স্বীয় সন্তানদের মেধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। জাতীয় স্বার্থেই তাই এ প্রবণতা ঠেকাতে হবে। আর তারও একমাত্র পথ হচ্ছে ছাত্র রাজনীতির ধারায় সুস্থতা ফিরিয়ে এনে শিক্ষাঙ্গনকে সকল প্রকারের আবিলতা থেকে মুক্ত করা। আমাদের দেশপ্রেমী ছাত্র নেতৃত্বের কাছে এ কোনো বড় চাওয়া হতে পারে না। আর এ প্রত্যাশার পূর্তি গোটা জাতির জন্যে এক পরম পাওয়া।

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা এবং পাঠসূচী বহির্ভূত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চরিত্র বিকাশের যে তাগিদ দিয়েছেন, আমরা তাকেও খুবই তাৎপর্যবহ বলে গণ্য করি। আগামী দিনের নেতৃত্বকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে দক্ষতার অধিকারী হতে হবে। এ জন্যে পাঠ বহির্ভূত বিষয়াদির অনুশীলন ছাড়া শিক্ষা পূর্ণতা পেতে পারে না। শিক্ষাঙ্গনে সৃষ্ট নানাবিধ জটিলতার ফলে আমাদের তরুণসমাজ এইসব প্রয়োজনীয় অনুশীলন থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছেন। ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যে অপরিহার্য অনুশীলনে মন দিলে শৃঙ্খলা আর মর্যাদাবোধও আপনা থেকেই ফিরে আসবে। ছাত্র সংগঠনগুলো এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল যদি পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব নেয়, সে হবে পরম সন্তোষের বিষয়।

শেষ করার আগে আমরা আবারও বলতে চাই, প্রধানমন্ত্রী ছাত্র নেতৃত্বের কাছে গোটা জাতির প্রত্যাশাই তুলে ধরেছেন। আর এ প্রত্যাশার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ভবিষ্যৎ এবং অস্তিত্বের প্রশ্ন। আমাদের তরুণ সম্প্রদায় তাই এ আহবানে সাড়া দিতে ভুল করবেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস।